উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স', 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং 'ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework
(NHEQF)&Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Course Type: Skill Enhancement Course (SEC)

Course Title: Understanding Archives & InterpretingArchival Documents

Course Code: NSE-HI-01

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2025

Printed in accordance with the regulations of the University Grant Commission -Distance Education Bureau

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework
(NHEQF)&Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Course Type: Skill Enhancement Course (SEC)
Course Title: Understanding Archives & InterpretingArchival Documents
Course Code: NSE-HI-01

: বিষয় সমিতি :

বর্ণনা গুহ ঠাকুরতা (ব্যানার্জি)
Director, SoSS, NSOU

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History, NSOU

সব্যসাচী চ্যাটার্জী
Professor of History
University of Kalyani

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History
Siidho-Kanho-Birsha University

চন্দন বসু
Professor of History
and Chairperson, BoS, NSOU

অমল দাস
Professor of History (Former)
University of Kalyani

মহুয়া সরকার
Professor of History (Former),
Jadavpur University

রূপ কুমার বর্মণ
Vice-Chancellor, Bankura University

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History
Shyamsundar College, Burdwan

: পাঠ রচয়িতা :

দেবারতি ব্যানার্জী
Associate Professor of History, NSOU

: সম্পাদনা :

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History, NSOU

Notification:

All rights are reserved. No part of this Self-Learning Material (SLM) should reproduce in any form without permission in writing from the Registrar of Netaji Subhas Open University.

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

Netaji Subhas Open University

সাম্মানিক ইতিহাস
NSE-HI-01

Course : Understanding Archives and Interpreting Archival Documents

Course Code : NSE-HI-01

ব্লক-১ ঃ লেখ্যাগার (আর্কাইভ) কাকে বলে

একক-১	:	লেখ্যাগার (আর্কাইভ) : সংজ্ঞা ও গুরুত্ব	7
একক-২	:	লেখ্যাগার বা আর্কাইভের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পার্থক্য	10

ব্লক-২ ঃ ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগার প্রতিষ্ঠা

একক-৩	:	ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগারে রূপান্তর	14
একক-৪	:	বিবিধ সংরক্ষণাগার	18

ব্লক-৩ ঃ ইতিহাস রচনায় লেখ্যাগারের (আর্কাইভের) গুরুত্ব

একক-৫	:	লেখ্যাগার বা আর্কাইভের তথ্য ও ঐতিহাসিকের দক্ষতা	21
একক-৬	:	ইতিহাস রচনায় মুখ্য ও গৌণ সুত্রের গুরুত্ব	24

ব্লক-৪ ঃ ইতিহাস রচনায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন : নতুন যুগের সূচনা

একক-৭	:	বিজ্ঞানের আঙ্গিকে ইতিহাস রচনা: বার্লিন বিপ্লব	27
একক-৮	:	লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬)	28

ব্লক-৫ ঃ নিরপেক্ষ-নৈর্ব্যাক্তিক ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা ও এনাল স্কুল

একক-৯	:	নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা কি আদৌ সম্ভব?	30
একক-১০	:	এনাল স্কুলের দৃষ্টিভঙ্গি	33

ব্লক-৬ ঃ উপনিবেশিক শাসকদের দলিল ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় কতোটা গ্রহণযোগ্য ?

একক-১১ : ভারত ইতিহাস রচনায় উপনিবেশিক শাসকের দলিল ব্যাবহারের সীমাবদ্ধতা 36

একক-১২ : ভারত ইতিহাস গবেষণায় সমস্যার সমাধানের উপায় 39

ব্লক-৭ ঃ লেখ্যাগার বা আর্কাইভ এবং আর্কাইভিস্ট বা লেখ্যাগারের সংরক্ষক

একক-১৩ : মহফেজখানায় কাজ করবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা কি? 41

একক-১৪ : পাবলিক রেকর্ডস নিয়মাবলী সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 44

ব্লক-১

লেখ্যাগার (আর্কাইভ) কাকে বলে

একক-১ : লেখ্যাগার (আর্কাইভ) : সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ গোড়ার কথা

১.৪ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

১.৫ উপসংহার

১.৬ প্রশ্নাবলী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১. উদ্দেশ্য

- লেখ্যাগার ও তার কার্যাবলী এবং সেই কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্যেই এই পাঠের অবতারণা।
- এই ব্লকের দুটি এককে লেখ্যাগার কাকে বলে, লেখ্যাগারের প্রধান কাজ কী এসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করা।
- গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন এ বিষয়ে পাঠককে যথাযতভাবে অবগত করা।

১.২ ভূমিকা

ইংরাজিতে আর্কাইভ (লেখ্যাগার) শব্দটির মূলে আছে দুটি গ্রীক শব্দ আর্খে অর্থাৎ সরকার এবং আর্খেইয়া অর্থাৎ পাবলিক রেকর্ড সমূহ মানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত ঘটনার সরকারি নথি, দলিল এবং বিবরণী। লেখ্যাগার হল উপরোক্ত ঐসব দলিলদস্তাবেজের সংরক্ষণ দফতর। সহজ করে বলা যেতে পারে যে লেখ্যাগার বা মহফেজখানা বা সংরক্ষণাগার হল একটি স্থান যেখানে সরকারি বিবরণ দলিল নথি ইত্যাদিকে সংরক্ষিত করে রাখা হয় যাতে পরবর্তী কালে তা প্রয়োজনমতো সর্বসাধারণ ব্যাবহার করতে পারে।

১.৩ গোড়ার কথা

পুরানো দিনের নথিপত্র সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং সংরক্ষণ ব্যাবস্থাকেও ইংরাজিতে লেখ্যাগার বলা হয়। প্রাচীন সভ্যতাগুলোতেও দরকারি সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখা যায়। চীনা, সুমেরীয়, (খৃঃপূর্ব ৪র্থ শতকের মৃৎপাত্রে লেখা সরকারি বিবরণ/সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে পাওয়া গেছে।) গ্রীক, মিশরীয় এবং রোমানদের সময়েরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় মৃৎফলকে বা প্যাপিরাসের উপর। প্রাধানত এগুলো সংরক্ষিত হত সরকারি প্রয়োজনে।

সরকারি মহফেজখানা ছাড়াও বহু বেসরকারী, প্রাতিষ্ঠানিক সাংগঠনিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার আছে। যেগুলোতে পুরানো আমলের দলিল নথি ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে বলে সেগুলোকে মহফেজখানা বলা হয়।

তাহলে লেখ্যাগার হল দীর্ঘ সময়ের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে বিষেশভাবে সংরক্ষণের নিমিত্তে গঠিত একটি ভান্ডার। প্রয়োজনে যাতে যেখান থেকে সরাসরি অতীত সম্পর্কিত সঠিক তথ্য এবং ঘটনাবলীর বিষয়ে সর্বসাধারণ অবহিত হতে পারেন।

১.৪ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

লেখ্যাগার বা লেখ্যাগারগুলো ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় হতে পারে এই ভাবনা থেকে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে তা সে ঘটনাকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যাই হোক না কেন যে রূপেই হোক না কেন পান্ডুলিপি, পুঁথি, বই, কাগজে লেখা বা ছাপানো, চিঠি, টিকা, মন্তব্য, স্মারকলিপি, রিপোর্ট, ছবি, ফোটোগ্রাফ, সরকারি, বেসরকারি, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, করপোরেট, ব্যাবসা বাণিজ্যিক সব কিছুকেই সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করে রাখে।

লেখ্যাগারে সংরক্ষিত বস্তুসমূহ ইতিহাস গবেষণায় অত্যন্ত জরুরী উপাদান। অতীত সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে গেলে মহফেজখানায় সংরক্ষিত সেই সময়ের সংগৃহীত নানান ধরণের উপাদানগুলির পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সরাসরি অনেকটাই অতীতের খোঁজ পাওয়া সহজ হয়ে যায়। মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রেও পুরানো নথি দলিল ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিস্মৃত অথচ বর্তমানে কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ আছে এমন সব আইন অথবা একদা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির উদ্ধার সংরক্ষিত নথি থেকে করা সম্ভব যা অনেকক্ষেত্রে আইনী অধিকারকে পুনুরুদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক-সাংস্কৃতির শিকড়েরও সন্ধান পাওয়া যায় লেখ্যাগারে সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে। সংরক্ষিত তথ্য ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রেও (auditing) জরুরী। আজকের প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়ায় সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে গেলে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবার সময় যদি সেগুলোকে সঠিক তথ্য দিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে সেগুলো জোরদার হয়।

ঐতিহাসিক অথবা প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল বা নথি বলে বিবেচিত সর্বপ্রকার উপাদানকে লেখ্যাগারে সযত্নে সংরক্ষিত করে রাখবার কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- গুরুত্বপূর্ণ বলে তাদের সুরক্ষিত রাখা।
- চুরি, সাইবার আক্রমনের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা।
- ভুল বশত বা অসাবধানতা হেতু যাতে কোনো কারণে নষ্ট না হয়ে যায়।
- দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নথি পত্র ধ্বংস না হয়
- পোকামাকড়ের দ্বারা যাতে নষ্ট না হয়
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে দরকারি দলিল দস্তাবেজ যা অতীত জীবনের অমূল্য সাক্ষ্যপ্রমাণ তার বিলুপ্তি না ঘটে।

তাই সংরক্ষণাগারগুলিকে বিশেষ ব্যাবস্থা নিয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সংগৃহীত সমস্ত উপাদানগুলিকে রক্ষা করবার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়।

১.৫ উপসংহার

এই একক পাঠে লেখ্যাগার কাকে বলে এবং কেন ঐতিহাসিক তথ্যের সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ তা একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

১.৬ প্রশ্নাবলী

১. লেখ্যাগার বা আর্কাইভ বলতে আপনি কী বোঝেন?
২. প্রাচীনকালে সরকারী তথ্য কি উপায়ে সংরক্ষিত হত?
৩. লেখ্যাগার কেন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষণ করে?

১.৭ গ্রন্থাবলী

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India– with Selected Documents 1858-1947.
Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press. 2019.
A History of British India. Hunter, W.W. Vol. I, Internet Archive https:archive.org>details.history
National Archives Official Website- http://nationalarchives.nic.invc
Archives and Museums A textbook for PG and UG students. Dr. Mrinal Sarmah. 2023. New Delhi. Global Net Publication 2023. New Delhi. Global Net Publication

একক-২ :   লেখ্যাগার বা আর্কাইভের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পার্থক্য

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ লেখ্যাগারের প্রধান কাজ কী?

২.৪ লেখ্যাগারের ও গ্রন্থাগারের পার্থক্য

২.৫ ইংরাজিতে সংরক্ষণ শব্দের দুটি ভিন্ন অর্থ

২.৬ লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্যের শ্রেণী বিভাজন

২.৭ উপসংহার

২.৮ প্রশ্নাবলী

২.৯ গ্রন্থাবলী

২.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য—

- গ্রন্থাগার এবং লেখ্যাগারের মধ্যেকার পার্থক্যকে এই ব্লকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে লেখ্যাগারের কী তা আরও স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য।
- লেখ্যাগার সংরক্ষণ পদ্ধতি কি কনসার্ভেশন না কি প্রিসার্ভেশন বলা যথাযথ —এই এককে সেই আলোচনা করা হয়েছে।
- সংরক্ষিত তথ্যের শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কেও এই ব্লকে আলোচনা হয়েছে।

২.২ ভূমিকা

এই এককে শিক্ষার্থীদের লেখ্যাগার সম্পর্কিত ধারনাকে আরো স্বচ্ছ করে তোলবার প্রয়াস করা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে লেখ্যাগারের কাজের ধারা আর কয়েকটি বিশেষ শব্দ যা লেখ্যাগারের কাজে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।

২.৩ লেখ্যাগারের প্রধান কাজ কী?

লেখ্যাগারগুলো সংগৃহীত উপাদানসমূহের যথাযথ গুরুত্ব বিচার করে তাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করে বিশেষভাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখে যাতে প্রয়োজনে সঠিক সময়ে কাজের জন্য অনুসন্ধানকারী বা গবেষকরা সেগুলোর সহজেই হদিশ পেতে পারেন। তথ্য সম্বলিত উপাদানগুলিকে বর্তমানে ডিজিটালীও সংরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা চালু করা হয়েছে।

২.৪ লেখ্যাগার ও গ্রন্থাগারের পার্থক্য

আসলে সংরক্ষিত দলিল নথি কালেভদ্রেই প্রয়োজন পড়ে অল্প কিছু মানুষের। এখানেই লেখ্যাগারের সঙ্গে লাইব্রেরীর পার্থক্য। গ্রন্থাগার ব্যাবহার করা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। লেখ্যাগারের ব্যাবহার কেবল মুষ্টিময় কিছু বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই সীমিত। বর্তমান সময়ে প্রাসংগিক এমন সব নথি, দলিলপত্র ইত্যাদি পাওয়া যায় গ্রন্থাগারে আর বর্তমান সময়ে অপ্রয়োজনীয় অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপাদানগুলি পাওয়া যায় লেখ্যাগারে।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণাগারের দেখা পাওয়া যায় যেমন সরকারি, বেসরকারি, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, কেন্দ্রীয়, জাতীয়, রাজ্যস্তরে, আঞ্চলিক, স্থানীয়, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক, সামরিক, ধর্মীয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব, সংবাদপত্রগুলোর, কর্পোরেট বা বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর। এছাড়াও বিষয় ভিত্তিক যেমন নাটক, চলচিত্র, শিল্পকলা, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদির সংরক্ষণশালা থাকে যা থেকে সেইসব বিষয়ের উপর তথ্য পাওয়া যায়।

লেখ্যাগারগুলো ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোকে বিধিবদ্ধ নিয়মে সংরক্ষণ করে। লেখ্যাগার ব্যাবহার করেন সীমিত সংখ্যার মানুষজন বিশেষ প্রয়োজনে। সাধারণ গ্রন্থগারের যে ব্যাপক ব্যাবহার হয় লেখ্যাগারগুলোর ব্যাবহার সে অর্থে ততটা ব্যাপক নয়। কারণ যারা কেবল প্রাথমিক বা মুখ্য সুত্রের সন্ধান করেন তারাই লেখ্যাগার ব্যাবহার করেন। গ্রন্থাগারগুলোতে মূখ্য সুত্রের মূল উপাদানগুলো সংরক্ষিত থাকে না। লেখ্যাগারের কর্মীরা পুরাতন নথিপত্র সংরক্ষণের কাজে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। অতএব বলা যেতে পারে চরিত্রগতভাবে লেখ্যাগারগুলো গ্রন্থগারগুলোর থেকে অনেকটাই আলাদা। লেখ্যাগার কেবল এমনসব উপাদান সংগ্রহ করে সংরক্ষিত রাখে যা প্রাথমিক সুত্র বলে গৃহীত।

২.৫ ইংরাজীতে সংরক্ষণ শব্দের দুটি ভিন্ন অর্থ

লেখ্যাগারের প্রধান কাজ অতএব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্য আছে এমন উপাদানের সংরক্ষণ। ইংরেজিতে সংরক্ষণ এই শব্দটির দুটি অর্থ হয়। প্রিসার্ভেশন আর কনসার্ভেশন। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে লেখ্যাগারগুলো ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন উপাদানগুলি প্রিসার্ভ করে না কি কনসার্ভ করে?

প্রিসার্ভেশনের অর্থ সংরক্ষণ বা সংরক্ষণের প্রক্রিয়া যার ফলে প্রাপ্ত বস্তুটি যে অবস্থায় আছে তাকে ঠিক সেই অবস্থায় সুরক্ষিত করে রাখা। মানুষ যাতে তাকে ক্রমাগত ব্যাবহার করে বা অপব্যাবহার করে তাকে ক্ষয় বা ধ্বংস না করে ফেলতে পারে। প্রিসার্ভেশন শব্দটির মধ্যে স্থিতিশীলতার একটা অন্তর্নিহিত ভাব আছে। যে অবস্থায় বস্তুটি পাওয়া গেছে সেই অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে দীর্ঘদিন তাকে সংরক্ষিত রাখা। যেমন ভাবে প্রচীন মিশরীয়রা মৃতদেহ রেখে দিত। যেমন ভাবে পুরাতাত্ত্বিকরা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোকে টিকিয়ে রাখে।

অন্যদিকে কনসার্ভেশন মানেও কিন্তু সংরক্ষণ। তবে এই কথাটি সাধারণত ব্যাবহার হয়ে থাকে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে। এখানে প্রচেষ্টা থাকে ক্ষয়িষ্ণু বস্তুটিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার। অর্থাৎ এখানে বস্তুটির একটা অবস্থানগত পরিবর্তনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এখানে গতিশীলতার একটা ব্যাপার থাকে।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা নিশ্চতভাবে বলা যেতে পারে যে লেখ্যাগারগুলো সংগৃহীত তথ্য সম্বলিত উপাদানগুলিকে যথাযতভাবে প্রিসার্ভ করে রাখার চেষ্টা করে।

২.৬ লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্যের শ্রেণী বিভাজন

লেখ্যাগার বিষয়ে বিশেষ করে লেখ্যাগারে সংরক্ষিত উপাদানগুলির ব্যাবহার সম্পর্কে বলতে গেলে এই সম্পর্কিত দুইএকটি বহুল ব্যাবহৃত শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা জরুরী। তিনটি শব্দের মানে জানা দরকার। ক্লাসিফায়েড, আনক্লাসিফায়েড এবং ডিক্লাসিফায়েড। সংরক্ষিত নথিদের তাদের তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ক্লাসিফায়েড তথ্য হল গোপনীয় তথ্যসমূহ। জাতীয়, সামরিক নিরাপত্তার জন্য এ সব তথ্যের গোপনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা অথবা শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে এমন তথ্যও গোপন রাখা দরকার। লেখ্যাগারে রক্ষিত এই শ্রেণীভুক্ত গোপন রাখা তথ্য হল ক্লাসিফায়েড তথ্য। আনক্লাসিফায়েড তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এদের উপর কোনো বাধানিষেধের বিধিনিষেধ নেই। ডিক্লাসিফায়েড তথ্য হল যেগুলো আগে ক্লাসিফায়েড পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ আগে যেগুলোর গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল কিন্তু বর্তমানে গোপনীয়তা বজায় রাখার আর প্রয়োজন নেই তাই সেগুলো সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে তাদের বলা হয় ডিক্লাসিফায়েড তথ্য। হয়ত গোপনীয়তার জায়গাগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে অথবা সংশোধিত হয়েছে অথবা যে পরিস্থিতিতে তথ্যগুলোর গোপনীয়তা প্রয়োজন ছিল সেই পরিস্থিতিটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এর সব থেকে ভালো উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কেজিবির লেখ্যাগারের একটা বৃহৎ অংশের তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ঘটনা।

২.৭ উপসংহার

এই একক পাঠে লেখ্যাগারের কর্ম পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের। গুরুত্বপূর্ণ

ঐতিহাসিক তথ্যের সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন এ বিষয়েও তারা শিখলেন। তথ্য সংরক্ষণ ব্যাবস্থার সঙ্গে জড়িত টেকনিক্যাল কয়েকটি টার্মের মানেও তারা জানলেন। অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক একটা পরিচয় ঘটল।

২.৮ প্রশ্নাবলী

১. লেখ্যাগারের বা আর্কাইভের প্রধান কাজ কী?

২. প্রিসার্ভেশন ও কনসার্ভেশনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩. তথ্যের বিভাজন বিষয়ে একটি আলোচনা করুন।

৪. লেখ্যাগারের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

২.৯ গ্রন্থাবলী

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India– with Selected Documents 1858-1947. Bhattacharya Sabysachi. New Delhi– Oxford University Press. 2019.

A History of British India. Hunterm W.W. Vol. I Internet Archive https-archive.org> details.history

National Archives Official Websit- http://nationalarchives.nic.invc

Archives and Museums A textbook for PG and UG students. Dr. Mrinal Sarmah. 2023. New Delhi. Global Net Publication 2023. New Delhi. Global Net Publication

ব্লক-২

ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগার প্রতিষ্ঠা

একক-৩ : ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগারে রূপান্তর

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ ভারতে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

৩.৪ জাতীয় লেখ্যাগার/রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের কর্মজগত

৩.৫ উপসংহার

৩.৬ প্রশ্নাবলী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১. উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা—

- সমাজ জীবন উন্নয়ণে লেখ্যাগারের ভূমিকা
- ইতিহাস গবেষণায় লেখ্যাগারের ভূমিকা
- উপনিবেশিক ভারতে তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
- কেন্দ্রীয় লেখ্যাগার প্রতিষ্ঠায় জর্জ ফরেস্টের ভূমিকা
- কেন্দ্রীয় লেখ্যাগারের কর্ম জগত
- স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড দপ্তরের জাতীয় লেখ্যাগারে পরিবর্তন
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ

৩.২ ভূমিকা

সংরক্ষিত তথ্যের ভান্ডার মানুষের স্মৃতির ভান্ডার। তাই সমাজ উন্নয়নে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন।

ইতিহাস রচনায় তো এর প্রয়োজন সর্বজন বিদিত। এছাড়াও তার প্রয়োজন আছে প্রজা শাসনের কাজে। তাই উপনিবেশিক শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট যা ভারতের স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত হয়েছে জাতীয় লেখ্যাগারে।

৩.৩ ভারতে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

সংরক্ষণাগারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত উপাদানগুলো থেকে যেহেতু অতীত সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায় তাই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে লেখ্যাগারগুলোকে বলা যেতে পারে এরা ব্যক্তি, পরিবার এবং গোষ্ঠীর স্মৃতির সুরক্ষিত ভান্ডার। তাই সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহফেজখানাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস গবষকদের কাজে অর্থাৎ ইতিহাস নির্মাণে লেখ্যাগারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ লেখ্যাগার অতীতের সঠিক তথ্য গুরুত্ব বুঝে বাছাই করে সংগ্রহ করে সংরক্ষিত রাখে। বিশেষ পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাজন করে বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে সেগুলো সাজিয়ে রাখে (যাকে বলে আর্কাইভিং করা)। এইসব সংগৃহীত ও সংরক্ষিত তথ্যগুলো ইতিহাস রচনার জন্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কারণ এরা সরাসরি ভাবে অতীতের ব্যাক্তি বা ঘটনা সঙ্গে জড়িত তাই এইসব তথ্যসুত্রগুলোকে মূখ্য সুত্র বলা হয়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কিত সঠিক তথ্য লেখ্যাগারে সংরক্ষিত পুরাতন নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ বিশেষ করে সরকারি, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, পান্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, মানচিত্র ইত্যাদির মধ্যে থেকেই উদ্ধার করা সম্ভব। সেইসব সঠিক তথ্যের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করেই কিন্তু তাদের উপস্থাপিত মতে বাস্তবমুখী, নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা সম্ভব হতে পারে। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনঃনির্মাণকে তাহলে অনেকটা পরিমাণে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত করা যায়। লেখ্যাগারের ভূমিকা তাই ইতিহাস গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপনিবেশিক শাসনের সময় প্রশাসনিক সুবিধা এবং পরবর্তীতে শাসন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জন্য দরকারি সরকারি কাগজপত্রের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৮৪খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে সচতেন হয়ে উঠে ইন্ডিয়া অফিস। শাসন ব্যাবস্থা সংক্রান্ত রেকর্ড ও তথ্যগুলিকে যথাযথভাবে তাদের বিষয় অনুসারে বিভাজিত করে সুসংবদ্ধ করে তালিকা ভুক্ত করে গুছিয়ে রাখবার গুরুত্ব অনুধাবন করে শাসকগোষ্ঠী। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে সংরক্ষণাগারগুলোতে সংরক্ষিত তথ্যগুলি শাসকশ্রেণী শাসন ব্যাবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করে থাকেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ অর্থাৎ পুরাতন সরকারি নথি দলিল ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহার করে শাসন ব্যাবস্থাকে সুদৃঢ় রূপে কায়েম করবার একটা প্রচেষ্টা করেন তারা। তাই সরকারি নথি দলিল ইত্যাদি কি ভাবে রচিত হবে, কি ভাবে রাখা হবে এবং সেইসব কাগজপত্র দেখবার অধিকার কি শুধুমাত্র প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না কি গবেষক বা অনুসন্ধিৎসু সাধারণ মানুষরাও এইসব তথ্য দেখার ও ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জোরদার আলোচনা শুরু হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফরাসী বিপ্লবের সময় সাধারণ নাগরিকদের লেখ্যাগারে কাগজপত্র

দেখার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছিল। অনেক বছর বাদে ইয়োরোপে সাধারণ মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নথি দেখা ও সেইসব ব্যাবহার করবার অধিকারকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

শাসকমহলে অনেক বাকবিতন্ডার পর অবশেষে ১১ই মার্চ ১৮৯১ সালে কলকাতায় (সেসময়ে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী) ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিভাগ সরকারী সমস্ত রকমের রেকর্ড, নথি, দলিলপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পায়। কি পদ্ধতিতে এইসব সংরক্ষিত হবে, কি ভাবে সেসব শ্রেণীবদ্ধ হবে, কি কি নিয়ম নীতি এব্যাপারে অনুসরণ করা হবে ইত্যাদি ব্যাপারে সমস্তরকমের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও এই বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয়। এই বিভাগের প্রধান পদটিকে বলা হত কিপার অফ রেকর্ডস। ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার পর ১৯২০ এর দশকে এই সংরক্ষণাগারটিকেও দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

মোটামোটিভাবে ভারতের স্বাধীনতার দুই দশক আগে থেকেই উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ভারতে যে ভবিষ্যতে শাসনব্যাবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে সেই আশংকা করে কিছুটা অনুমানের ভিত্তিতেই লেখ্যাগার সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করতে উদ্যত হয়। ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্টটি স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত হয় ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগারসে। প্রধানের পদটির নামেও পরিবর্তন ঘটে। স্বাধীন ভারতে এই পদটির নাম হয় ডিরেক্টর অফ লেখ্যাগারস। ৬ই জুলাই ১৯৯৮ এ এই ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগারটির দরজা জণসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগারটি সর্ব বৃহৎ তথ্য ভান্ডার বলে খ্যাত।

৩.৪ জাতীয় লেখ্যাগার/রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের কর্মজগত

জর্জ উইলিয়াম ফরেস্টকে বলা হয় ভারতের জাতীয় লেখ্যাগারের জনক। উনি ছিলেন প্রথম কীপার অফ ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস। ফরেস্ট যে কেবল সংরক্ষণ বিষয়ই পটু ছিলেন তা নয় উনি একজন ইতিহাসবিদও ছিলেন। ওনার প্রধান কাজ ছিল সংগৃহীত তথ্যসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় করে তা সংরক্ষণের যোগ্য কিনা তা বিচার করে সেগুলোকে সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা।

জাতীয় লেখ্যাগার যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেগুলো হল, ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত সমস্ত ধরণের উপাদানগুলির সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দান ও যতদূর সম্ভব ততদূর সংরক্ষণাগারের ব্যাবস্থাপণাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক করা যায় তার প্রচেষ্টা করা, সংরক্ষণাগারে রক্ষিত তথ্যের উপাদানগুলির ব্যবহার যাতে বেশি সংখ্যক জনসাধারণ করতে পারে তাই এবিষয়ে যথাসম্ভব উদারনীতির প্রয়োগ। লেখ্যাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষজনকে সচেতন করা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে সংরক্ষণ ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে নির্দেশাবলী জারী, সেগুলো যথাযতরূপে পালিত হচ্ছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করা এবং রেকর্ডসমুহের সঠিক ব্যাবহার হচ্ছে কিনা অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে অসাধু উদ্দেশ্যে সেগুলোর অপব্যাবহার হচ্ছে কিনা সেবিষয়ে সজাগ থাকা।

১৭৪৮ সাল থেকে সংগৃহীত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নথি ভারতের জাতীয় লেখ্যাগারে সংরক্ষিত করে রাখা আছে। এইসব নথির কোনোটা তালপাতায়, কোনোটা ভূর্জপত্রে, কোনোটা বা পার্চমেন্টে অথবা কাগজে লিখিত। সংরক্ষিত রেকর্ডগুলি মোটামুটি চারটে শ্রেণীতে বিভক্ত। পাবলিক রেকর্ড, প্রাচ্য সংক্রান্ত রেকর্ড বা ওরিয়েন্টাল রেকর্ড, পান্ডুলিপি এবং ব্যক্তিগত কাগজপত্রের সংগ্রহ। এইসব নথি প্রধানত ইংরাজী, আরবি, সংস্কৃত, ফারসী আর উর্দু ভাষায় লেখা। ভারতের জাতীয় লেখ্যাগারটি সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে অবস্থিত। লেখ্যাগারের আঞ্চলিক দপ্তরটি ভূপালে। এছাড়াও ভুবনেশ্বর, জয়পুর ও পন্ডিচেরীতে একটি করে রেকর্ড সেন্টারের শাখা আছে। এ প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে বর্তমানে 'অভিলেখ পাতাল' (Abhilekh Patal) নামে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু আছে যেখান থেকে জাতীয় লেখ্যাগারে সংরক্ষিত যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে সহজেই জানা যায়।

৩.৫ উপসংহার

এই একক পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা ভারতের জাতীয় লেখ্যাগার সম্বন্ধে সবিস্তারে জানতে পারলেন। সমাজ উন্নয়ন এবং ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রেও লেখ্যাগারের তাৎপর্য সম্বন্ধেও তাদের সচেতনতা বাড়লো।

৩.৬ প্রশ্নাবলী

১. সমাজ জীবন উন্নয়ণে লেখ্যাগারের ভূমিকা কী?

২. ইতিহাস রচনায় লেখ্যাগারের ভূমিকা কী?

৩. উপনিবেশিক শাসনকালে কেন ঐতিহাসিক তথ্য ভান্ডার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল?

৪. কেন্দ্রীয় লেখ্যাগারের (আর্কাইভের) কার্যাবলীর সবিস্তার বিবরণ দিন।

৫. ভারতের কেন্দ্রীয় লেখ্যাগারের জনক কাকে বলা হয়? তার বিষয়ে যা জানেন লিখুন।

৬. ১৯৪৭ এর পর ভারতের জাতীয় লেখ্যাগার নিয়ে একটি আলোচনা করুন।

৩.৭ গ্রন্থাবলী

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India– with Selected Documents 1858-1947. Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press. 2019.

A History of British India. Hunter, W.W. Vol. I Internet Archive https-archive.org> details.history

National Archives Official Website- http://nationalarchives.nic.invc

Archives and Museums A textbook for PG and UG students. Dr. Mrinal Sarmah. 2023. New Delhi. Global Net Publication

একক-৪ : বিবিধ সংরক্ষণাগার

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণাগার

. ৪.৪ সংরক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ

৪.৫ উপসংহার

৪.৬ প্রশ্নাবলী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য—

- শিক্ষার্থীদের জাতীয় লেখ্যাগারের বাইরে আরো কতো ধরণের লেখ্যাগার তথ্য ভান্ডার থাকতে পারে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
- আধুনিক কালের কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগের ফলে সংরক্ষণ পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।

৪.২ ভূমিকা

সংরক্ষিত দলিল বলতে কেবল সরকারি সংরক্ষিত তথ্যের দলিলকেই বোঝায় না। সংগ্রহে থাকা যে কোনো পুরাতন নথি সেই একই গুরুত্বের অধিকারী। যে সমস্ত জায়গায় অতীতের নথি সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত থাকে সেগুলো সবই লেখ্যাগার।

৪.৩ বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণাগার

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির নিজস্ব লেখ্যাগার আছে। গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ঐতিহাসিক তথ্যর উপাদানগুলো সাধারণত সেখানে সংরক্ষিত রাখা হয় যাতে প্রয়োজনে রাজ্যের মানুষ সেগুলো ব্যাবহারের সুযোগ পান সহজেই।

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NSE-HI-01 (History)
Unit- 1-14 \ 3rd Proof \ (Dt. 11.02.2025)

ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, গবেষণা কেন্দ্র, ধর্মীয় এবং বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা সরকারী অথবা বেসরকারী নিজেদের সম্পর্কে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপাদানগুলিকে সংরক্ষিত করে তথ্য ভান্ডার তৈরি করে। উল্লেখযোগ্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত রবীন্দ্র/সংগ্রহশালা। ভারতে ন্যাশানাল ফিল্ম লেখ্যাগার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাদের স্বার্থের প্রয়োজনেই সংরক্ষণাগার গড়ে তোলে। ভারতীয় রেল, ভারতীয় বন্দর সংস্থা, টি এবং কফি বোর্ডেরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় জনজাতির ইতিহাসও সংরক্ষিত করে রাখা রয়েছে আঞ্চলিক সংরক্ষণাগারে। সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্য যাতে বিবিধ সংস্কৃতির ধারক ভারতবর্ষ নামক দেশটির থেকে বিভিন্নতার ধারাগুলো লুপ্ত না হয়ে যায়। এছাড়াও ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত সংগ্রহে সংরক্ষিত বহু তথ্য সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান আছে যা দিয়ে গঠিত হয়ে চলেছে ভারতের জাতীয় ইতিহাস, সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং নির্মাণ হচ্ছে ভারতীয়দের আত্মপরিচয়।

৪.৪ সংরক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ

বিজ্ঞানের বিকাশ ও কারিগরী বিদ্যার অগ্রগতি শুধু বিশ্বে নয় ভারতবর্ষেও তথ্য উপাদান সংরক্ষণের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে লেখ্যাগারগুলো দ্রুত ডিজিটাল হয়ে উঠছে। এর ফলে কেবল বোতাম টিপে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায়তায় মানুষ দূরদেশের লেখ্যাগারেও ঢুকে যেতে পারছে। এদের মধ্যে আবার অনেকগুলো বিণামূল্যে ব্যাবহারযোগ্য যেমন মার্কসিস্ট আরকাইভ। সাউথ এশিয়া লেখ্যাগারে কিন্তু প্রবেশমূল্য লাগে। এই অর্থমূল্যের পরিমাণ অনেকসময় বেশ বেশি হয় ফলে একটা সামাজিক ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া সংরক্ষিত তথ্যকে ডিজিটাইজ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সব বড় লেখ্যাগারগুলো সহজেই পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু অর্থাভাবে ছোটগুলো পারে না।

এখানে একটা সমস্যা যদি কোনো কারণে ডিজিটাইজেশনের পর যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে তবে সিস্টেম ভেঙে পড়ে সব সংরক্ষিত/তথ্য চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার একটা বিরাট আশংকা থেকে যায়। সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রনির্ভরশীল হওয়ার বিপদও আছে। তাই ডিজিটাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে সাবেকি প্রথায় সংরক্ষণের একটা ব্যাবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রসংগে জানানো যেতে পারে যে বর্তমানে 'অভিলেখ পাতাল' (Abhilekh Patal) নামে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু আছে যেখান থেকে জাতীয় লেখ্যাগারে সংরক্ষিত যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে সহজেই জানা যায়।

৪.৫ উপসংহার

এই একক পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা কোথায় কত ধরণের লেখ্যাগার আছে জানতে পারলেন। এই জ্ঞান অবশ্যই তাদের লেখ্যাগার ব্যাবহারে এবং লেখ্যাগারে কর্মরত হতে আকর্ষিত করবে আশা করা যায়। বর্তমানে যে বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্যাবহার করে তথ্য ভান্ডারে ঢোকা যায় সে বিষয়ও জানতে পারলেন।

৪.৬ প্রশ্নাবলী

১. কতো ধরণের সংরক্ষণাগার হয়? এ বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

২. ডিজিটাল পদ্ধতি দ্বারা তথ্য সংরক্ষণ-এর ভালো মন্দ পর্যালোচনা করুন।

৪.৭ গ্রন্থাবলী

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India, with Selected Documents 1858-1947.

Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press. 2019.

A History of British India. Hunter, W.W. Vol. I Internet Archive https-archive.org> details.history

National Archives Official Website- http://nationalarchives.nic.invc

Archives and Museums A textbook for PG and UG students. Dr. Mrinal Sarmah. 2023. New Delhi. Global Net Publication.

ব্লক-৩

ইতিহাস রচনায় লেখ্যাগারের (আর্কাইভের) গুরুত্ব

একক-৫ : লেখ্যাগার বা আর্কাইভের তথ্য ও ঐতিহাসিকের দক্ষতা

গঠন

- **৫.১ উদ্দেশ্য**
- **৫.২ ভূমিকা**
- **৫.৩ ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি**
- **৫.৪ ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদের লেখ্যাগারের তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা**
- **৫.৫ উপসংহার**
- **৫.৬ প্রশ্নাবলী**
- **৫.৬ গ্রন্থাবলী**

৫.১. উদ্দেশ্য

অতীত পুনঃনির্মাণে লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এককের উদ্দেশ্য—

- লেখ্যাগারে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকরা কি পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করেন সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- ইতিহাস রচনায় কি ধরণের পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করা।

৫.২ ভূমিকা

ঐতিহাসিকরা অতীতকে পুনঃনির্মাণের কাজ করেন। লেখ্যাগারের তথ্য ভান্ডারে তারা অতীতের সন্ধান করেন। সেখানকার সংরক্ষিত তথ্যের থেকে তাদের অতীত রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা দিয়ে তথ্যের সত্য মিথ্যা যাচাই করে তবেই সেই সব তথ্য দিয়ে ইতিহাস নির্মাণ করেন। তাই ইতিহাস গবেষণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্কাইভ ও তার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার। লেখ্যাগারের সংরক্ষিত তথ্য যে হেতু সরাসরি অতীতের সঙ্গে জড়িত তাই তাদের প্রাথমিক সুত্র অথবা মুখ্য সুত্র বলা হয়।

৫.৩ ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি

সংক্ষেপে বলা যায় ইতিহাস পাঠের মূল উদ্দেশ্য হল অতীতকে জানা। আর ইতিহাস পাঠের তাৎপর্য হল বর্তমানের আলোয় অতীতকে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টা করা।

ঐতিহাসিকদের কাজ অতীত অনুসন্ধান। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর হদিশ করে, সেসবের ব্যাখ্যা বিশ্লষণ করে অতীত চিত্রায়ণ করা। অর্থাৎ ইতিহাস রচনা করা। সন্দেহ নেই কাজটা কঠিন। কারণ যারা অতীতকে পুনরায় রচনা করেন তাদের সে অতীতের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না। জন্মের অনেক আগেই ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করে তাদের অতীতকে পুনঃনির্মাণ করতে হয়। আর এই কাজের জন্য ঐতিহাসিকদের একান্তভাবে নির্ভর করতে হয় অতীত এবং অতীত সম্বন্ধীয় সমস্ত রকমের উপলব্ধ তথ্য, সুত্র ও উপাদানের উপর। লিখিত বা অলিখিত অথবা প্রত্নতাত্বিক। পুরোনো তথ্যগুলো চিহ্নিত করে ঐতিহাসিকরা তাদের পেশাগত দক্ষতা দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে কিছুটা কল্পনা এবং কিছুটা অনুমানের মিশেল দিয়ে তাদের সময়ের শিক্ষায় শিক্ষিত মনন ও বুদ্ধি দিয়ে সমসাময়িক অভিজ্ঞতার নিরিখে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিয়ে ইতিহাস রচনা করেন।

৫.৪ ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদের লেখ্যাগারের তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা

দায়িত্বশীল ঐতিহাসিকদের সর্বদাই চেষ্টা থাকে সচেতন ভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নৈর্বেক্তিকতার সঙ্গে বাস্তবমুখী ইতিহাস নির্মাণের। তাই ইতিহাস গবেষণায় তারা প্রধাণত জোর দেন প্রাথমিক বা মূখ্য সুত্রগুলোর উপর যেগুলো অতীতের স্মৃতির প্রত্যক্ষ বাহক ও ধারক। অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এই ধরণের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার জন্য তাই বিশেষ প্রয়োজন নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, মুদ্রা, ফটোগ্রাফ, মানচিত্র, শিল্প ও স্থাপত্যকলা ইত্যাদির সংরক্ষণ। মহাফেজখানা, লেখ্যাগার বা সংরক্ষণাগার (Archive) এইসব ঐতিহাসিক দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। এক কথায় বলা যায় সংরক্ষণাগার বা লেখ্যাগার (Archive) হল ঐতিহাসিক দলিলের ভান্ডার এবং সংগ্রহস্থল।

৫.৫ উপসংহার

পাঠ্য এই অংশটিতে ঐতিহাসিকের ইতিহাস রচনার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য ভান্ডারের যোগসুত্রের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও এখানে আলোচিত হয়েছে ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি ও তাদের পেশাগত দক্ষতা এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা যার সাহায্যে তারা অতীতকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করে থাকেন। লেখ্যাগারে সঞ্চিত তথ্যগুলিকে মুখ্য সুত্র যা সরাসরি অতীতের সঙ্গে যুক্ত তাই ইতিহাস গবেষণায় এই সুত্র গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৬ প্রশ্নাবলী

১. ঐতিহাসিকের কাজ কী? কি পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক তার কাজটি করে থাকেন?

২. ইতিহাস গবেষণায় আর্কাইভের বা লেখ্যাগারের তথ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৫.৭ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi. 2022 (reprint) West Bengal State Book Board
A Textbook of Historiography. Sreedharan, E. 2004. Hyderabad. Orient Black Swan.

একক-৬ : ইতিহাস রচনায় মুখ্য ও গৌণ সুত্রের গুরুত্ব

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ ভূমিকা

৬.৩ মুখ্য সুত্র ও গৌণ সুত্রের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

৬.৪ উপসংহার

৬.৫ প্রশ্নাবলী

৬.৬ গ্রন্থাবলী

৬.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য—

- প্রাথমিক/মুখ্য ও গৌণ সুত্রের ব্যাখ্যা।
- ইতিহাস রচনায় এই দুই সুত্রের গুরুত্ব ও ব্যাবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।

৬.২ ভূমিকা

ঐতিহাসিকরা অতীতকে পুনঃনির্মাণের কাজ করেন। লেখ্যাগারের তথ্য ভান্ডারে তারা অতীতের সন্ধান করেন। সেখানকার সংরক্ষিত তথ্যের থেকে তাদের অতীত রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। তাই ইতিহাস গবেষণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লেখ্যাগার ও তার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার। যেহেতু এই সব তথ্য সরাসরি অতীতের সঙ্গে জড়িত তাই এইতথ্যগুলিকে প্রাথমিক সুত্র যাকে মুখ্য সুত্র বলা হয়।

৬.৩ মুখ্য সুত্র ও গৌণ সুত্রের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

ঐতিহাসিকরা ইতিহাস রচনা করেন দুই ধরণের সুত্রের উপর ভিত্তি করে। প্রাথমিক বা মুখ্য সুত্র এবং গৌণ সুত্র। সুত্র অর্থাৎ তথ্যের উৎস। প্রাথমিক সুত্রের উৎস হল এমন সব তথ্য যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত অর্থাৎ অতীতে ঘটা ঘটনাবলী সম্পর্কিত তথ্যাবলী যখন কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে পাওয়া যায় বা সেই সময় সৃষ্ট কোনো সরকারী, বেসরকারী, পারিবারিক, ব্যক্তিগত নথি বা দলিল থেকে পাওয়া যায়।

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NSE-HI-01 (History)
Unit- 1-14 \ 3rd Proof \ (Dt. 11.02.2025)

যেহেতু এই ধরণের তথ্য সরাসরি অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করে তাই অতীত পুনঃনির্মাণের কাজে ঐতিহাসিকদের কাছে প্রাথমিক সুত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

অন্যদিকে গৌণ সুত্র হল মূল বা মূখ্য সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি যেসব বর্ণনা, টিকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণী ইত্যাদি লেখা হয় সেগুলো। পরোক্ষ সুত্রগুলো প্রত্যক্ষ সূত্রগুলোর উপর সৃষ্ট হয়। ফলে এদের গৌণ সুত্র বলে অবিহিত করা যেতে পারে। এই ধরণের সুত্রগুলোতে অনেকসময় দেখা যায় যে মূখ্য সুত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে বিশেষ কোনো কারণবশত অথবা অজানিতেই একটা সাধারনীকরণের বা বিকৃতকরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। গৌণ সুত্র ব্যাবহার করবার সময় তাই ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট সজাগ থাকা উচিত। গৌণ সুত্রগুলো যেহেতু মূখ্য সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর বর্ণণা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা পর্যালোচনা তাই যারা এগুলো করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব এইসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনায় পড়তে বাধ্য। তাই পক্ষপাতদুষ্ট হবার একটা ভয় থাকে। তাই ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব যুক্তি দিয়ে বিচার করে যতটা পারা যায় সঠিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাতে অতীত ঘটনার পুনঃনির্মাণে যতটা সম্ভব ততটা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়।

৬.৪ উপসংহার

পাঠ্য এই অংশটিতে ঐতিহাসিকের ইতিহাস রচনার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য ভান্ডারের যোগসুত্রের সম্পর্কের কথা হয়েছে। লেখ্যাগারে সঞ্চিত/তথ্যগুলিকে মুখ্য সূত্র বলা হয়। কারণ এরা সরাসরি অতীতের সঙ্গে যুক্ত। ইতিহাস গবেষণায় এই সুত্রের ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ইতিহাস রচনা গৌণ অথবা পরোক্ষ সূত্রের উপরেও নির্ভর করে করা যায়।

৬.৫ প্রশ্নাবলী

১. মুখ্য সুত্রের সঙ্গে গৌণ সুত্রের পার্থক্য নির্ণয় করুন। ইতিহাস রচনায় গৌণ সুত্র ব্যাবহারে অসুবিধা কী?

৬.৬ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi. 2022 SreprintV West Bengal State Book Board
A Textbook of Historiography. Sreedharan, E. 2004. Hyderabad. Orient Black Swan.

ব্লক-৪

ইতিহাস রচনায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন : নতুন যুগের সূচনা

একক-৭ : বিজ্ঞানের আঙ্গিকে ইতিহাস রচনা : বার্লিন বিপ্লব

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ ভূমিকা

৭.৩ বার্থহোল্ড নিভ্যুর (১৭৭৬-১৮৩১)

৭.৪ উপসংহার

৭.৫ প্রশ্নাবলী

৭.৬ গ্রন্থাবলী

৭.১. উদ্দেশ্য

এই ব্লকের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বিশেষত ইতিহাস গবেষকদের সামনে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা--

- ইতিহাস রচনায় ১৮'শ এবং ১৯'শ শতকে সূচিত এক নতুন যুগের কথা
- জার্মান ঐতিহাসিক নিভ্যুর নতুন পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার কথা
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক তথ্য ভান্ডারের ব্যাবহারের গুরুত্ব

৭.২ ভূমিকা

অতীত পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে জার্মান দুই ঐতিহাসিক নিভ্যুর ও রেঙ্কে ইতিহাস রচনায় একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সূচনা করেন। যা বার্লিন বিপ্লব নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা করেন নিভ্যুর।

৭.৩ বার্থহোল্ড নিভ্যুর (১৭৭৬-১৮৩১)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক জার্মান দুই ঐতিহাসিক বার্থহোল্ড নিভ্যুর ও লিওপোল্ড ফন রেঙ্কে। এরা ইতিহাস রচনায় যে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তাকেই বলা হয় বার্লিন বিপ্লব।

নিভ্যুর দাবী করেন যে "History is a work of science rather than a work of arts." অর্থাৎ ইতিহাস কলাবিভাগের অন্তর্গত কোনো বিষয় নয় বরঞ্চ ইতিহাসকে বিজ্ঞানের একটি বিষয় বলে গন্য করা উচিত। বিজ্ঞান যেমন তথ্য নির্ভর ইতিহাসও ঠিক তেমনি। যুক্তি দিয়ে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করেই তবে ইতিহাস রচনায় সে তথ্য ব্যাবহার করা উচিত। নিভ্যুরের মতে তাই লিভি রচিত রোমের ইতিহাস রোমের একটি পৌরাণিক (mythical) গৌরবগাধা। বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস নয় কারণ তা ঐতিহাসিক তথ্যের উপর আধারিত নয়। সমসাময়িক রোমান সাম্রাজ্যের বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যগুলো লিভির ইতিহাসের ভিত্তি ছিল না। তাই নিভ্যুরের মতে লিভির লেখা রোমের ইতিহাস ভ্রান্ত ইতিহাস।

৭.৪ উপসংহার

ঐতিহাসিক নিভ্যুর ইতিহাস রচনাকে তথ্যনির্ভর ও বিজ্ঞান ভিত্তিক করে তোলেন।

৭.৫ প্রশ্নাবলী

১. ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নিভ্যুরের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

৭.৬ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi 2022 (reprint) West Bengal State Book Board A Textbook of Historiography. Sreedharan, E. 2004. Hyderabad. Orient Black Swan.

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India, with Selected Documents 1858-1947.

Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press.

একক-৮ : লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬)

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ ভূমিকা

৮.৩ লিওপোল্ড র‍্যাঙ্কের (১৭৯৫-১৮৮৬) বাস্তবধর্মী ও নিরপেক্ষ ইতিহাস

৮.৪ উপসংহার

৮.৫ প্রশ্নাবলী

৮.৬ গ্রন্থাবলী

৮.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের—

- র‍্যাঙ্কের নতুন ধারায় ইতিহাস নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করানো
- বাস্তবমুখী নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় লেখ্যাগারের তথ্য বিশ্লেষণে র‍্যাঙ্কের গুরুত্ব— এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা

৮.২ ভূমিকা

ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কের ইতিহাস ধারণার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার পূর্বসূরী নিভুর। র‍্যাঙ্কে বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র লেখ্যাগারের তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে ইতিহাস লেখা সেই ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য কারণ তা তথ্য নির্ভর অতএব তা নিরপেক্ষ এবং বাস্তবমুখী।

৮.৩ লিওপোল্ড র‍্যাঙ্কের (১৭৯৫-১৮৮৬) বাস্তবধর্মী ও নিরপেক্ষ ইতিহাস

নিভুরের ইতিহাস রচনার ধারণা র‍্যাঙ্কেকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে। নিভুরের বৈজ্ঞানিক আঙ্গিকে ইতিহাস রচনার ধারাটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অতীতের পুনঃনির্মাণ। তার মতে বিগত সময়ের সবটুকু সত্যকে ধরতে হবে ইতিহাস রচনার মধ্যে। আর তাই অতীত সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যর পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে রচিত হবে যে ইতিহাস তা হবে বাস্তবধর্মী ও পক্ষপাতিত্বহীন। নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্ত। বিচার বা প্রচার করা ঐতিহাসিকের দায়িত্ব নয়। তার দায়িত্ব তথ্য অনুসন্ধান করে তা বিচার করে অতীতের সত্যকে যতটা সম্ভব যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা।

ইতিহাস রচনায় র‍্যাঙ্কের মতে তাই অতীতের তথ্য সন্ধান করতে হবে সমসাময়িক নথিপত্র ও সেই সময়ের দলিল/দস্তাবেজে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে অর্থাৎ প্রাথমিক সূত্রে যা সরাসরি অতীতের সঙ্গে জড়িত। যেমন চিঠিপত্র, ডাইরি, স্মৃতিকথা, আত্মচরিত, সেইসময়ে লেখা জীবনী, কূটনৈতিক রাজনৈতিক রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে।

প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংরক্ষিত থাকে লেখ্যাগারগুলোতে। তাই এই সময় থেকেই ইতিহাস রচনা হয়ে উঠল লেখ্যাগার এবং সেখানে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সমূহের উপর নির্ভরশীল। ইতিহাস গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল লেখ্যাগারগুলো।

ইতিহাস রচনায় পরিবর্তিত পদ্ধতি ব্যাবহার শুরু হওয়ার ফলে বহু অপ্রকাশিত প্রথমিক সুত্র প্রকাশিত হতে শুরু করল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহকে যতটা সম্ভব ততটা নির্ভুলভাবে নথিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার কাজেও মানুষ আরো আগ্রহী হয়ে উঠল। ঐতিহাসিক হিসাবে র‍্যাঙ্কের আর একটা বৈশিষ্ট্য তিনি মানব সমাজকে নিরাকার একক সত্তা হিসাবে না দেখে তার অন্তর্নিহিত বিবিধতাগুলোকে মান্যতা দিয়েছিলেন। সামান্যীকরণ নয় তিনি বিশ্বাস করতেন বিশেষীকরণ প্রতিষ্ঠায়।

র‍্যাঙ্কের ইতিহাস দর্শনে historicism এবং Positivism দুইয়েরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

৮.৪ উপসংহার

নিভ্যুর এবং র‍্যাঙ্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙি দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্বের উপর জোর দেন। লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্য বিশ্লেষণ করে তবেই ইতিহাস অতীত ঘটনাবলীর সত্যকে উন্মচিত করতে পারে। এই ছিল র‍্যাঙ্কের বিশ্বাস। র‍্যাঙ্কে ইতিহাস রচনায় এক পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সূচনা করেন। সংরক্ষিত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই একমাত্র নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনা সম্ভব। এই ছিল র‍্যাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি।

৮.৫ প্রশ্নাবলী

১. বার্লিন বিপ্লব কিভাবে ইতিহাস রচনায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল?

২. ঐতিহাসিক হিসাবে র‍্যাঙ্কের অবদান বর্ণনা করুন।

৮.৬ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi. 2022 SreprintV West Bengal State Book Board.

A Textbook of Historiography. Sreedharan, E. 2004. Hyderabad. Orient Black Swan.

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India– with Selected Documents 1858-1947.

Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press.

ব্লক-৫

নিরপেক্ষ-নৈর্ব্যাক্তিক ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা ও এনাল স্কুল

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NSE-HI-01 (History)
Unit- 1-14 \ 3rd Proof \ (Dt. 11.02.2025)

একক-৯ : নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা কি আদৌ সম্ভব?

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য
৯.২ ভূমিকা
৯.৩ ইতিহাসে কি অতীতের সবটা ধরা পরে?
৯.৪ নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা
৯.৫ উপসংহার
৯.৬ প্রশ্নাবলী
৯.৭ গ্রন্থাবলী

৯.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য—

- ইতিহাস রচনার কেন্দ্রে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া
- লেখ্যাগার ছাড়িয়ে অতীতের খোঁজে এনাল স্কুলের ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতি করিয়ে দেওয়া

৯.২ ভূমিকা

এই এককে যে বিতর্ককে কেন্দ্র করে আলোচনা তার মূলে আছে কয়েকটি প্রশ্ন— কেবল লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে কি সামগ্রিক রূপে অতীতকে চিত্রায়িত করা সম্ভব? এবং প্রাথমিক সুত্র হিসাবে চিহ্নিত তথ্যসমূহ কি সত্যিই নিরপেক্ষ?

৯.৩ ইতিহাসে কি অতীতের সবটা ধরা পরে?

"The past as it actually was" অর্থাৎ অতীত ঠিক যেমনটাই ছিল ঠিক তেমনটারই হুবহু প্রতিস্থাপনা করাটা ঐতিহাসিকের কাজ। এই ছিল র‍্যাঙ্কের বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবে কি সেটা সম্ভব? যা ঘটে গিয়েছে তার

হুবহু প্রতিফলন কি ইতিহাস রচনায় হতে পারে? অতীতের তথ্য বা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে কি সবটা ধরা সম্ভব? ভাষা কি সমস্ত রকমের মনের ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ করতে পারে? একটা ফাঁক বা ঘাটতি রয়েই যায়। তাই তথ্যে বা বিবরণে ধরা পড়ে প্রকৃত ঘটনার অংশবিশেষ। আর সেই সব সংরক্ষিত আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করেই ঐতিহাসিকরা বাধ্য হন অতীত পুনঃনির্মাণ করতে। দ্বিতীয়ত অধিকাংশ সময়েই যেহেতু নথি দলিল অথবা বিভিন্ন রকমের রেকর্ড বা বিবরণীর রচয়ীতারা সমাজের শিক্ষিত এবং সুবিধাপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাসীন শ্রেণীভুক্ত মানুষজন হন তাই তাদের দ্বারা সৃষ্ট তথ্যে তাদেরই বক্তব্য ও স্বার্থ যে প্রতিফলিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। ফলে লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্যে সমাজের এক বৃহৎ অংশের মানুষের বক্তব্য অব্যক্ত থেকে যায়।

৯.৪ নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা

ইতিহাস রচনা করেন ঐতিহাসিক। যা ঘটে গেছে অনেক বছর আগে সেই ঘটনাকে নিজের সময়ে দাঁড়িয়ে নিজের সময়কার শিক্ষাব্যাবস্থায় গড়ে উঠা মানসিকতা এবং সেই সময়য়কার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা যা অতীতের মানসিকতা এবং অভিজ্ঞতা থেকে অনেকাংশেই আলাদা তাই দিয়ে তিনি যেহেতু অতীতকে পুনঃনির্মাণ করবার চেষ্টা করেন তাই সেক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির একটা তারতম্য থেকে যায়। অতীতে ঘটে যাওয়া সবটা সত্য সঠিক ভাবে তাই তার পক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাছাড়াও নিজের যুগের প্রচলিত ধারণাকে কোথাও না কোথাও কোনোভাবে নিজের অবচেতনেই আত্মস্থ করে ফেলে ঐতিহাসিকের বুদ্ধিবৃত্তি ফলে যখন তিনি ইতিহাস রচনার জন্য অতীত থেকে তথ্য বাছাই আর বিশ্লেষণ করেন তখন অবচেতন ভাবেই তার বক্তিত্ব, মনন ও বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ তাতে পড়তে বাধ্য। নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস আর সহজে রচিত হয় না। দ্বিতীয়ত অতীত তথ্যের স্রষ্টা বা রচয়িতারাও সব সময় যে নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে তথ্য সৃষ্টি করতে পারেন তাও নয়। যুগের প্রভাব, তাদের মানসিকতার, অভিজ্ঞতার, স্বার্থের এবং দৃষ্টিভঙ্গির ছাপও পড়ে তাদের সৃষ্ট নথি ও দলিলে রেখে যাওয়া তথ্যের উপরে। অতীতের বিবরণ এবং নথিপত্রে স্রষ্টার আবেগ, অনুভূতি, ব্যাক্তিত্ব ও মানসিকতার প্রভাব পড়ে তাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত লেখ্যাগারগুলোতে অতীতের সব তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে না। সেটা সম্ভবও নয়। যে সব তথ্যকে সেসময় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় সেই সব ঐতিহাসিক তথ্যই লেখ্যাগারগুলো বাছাই করে সংরক্ষণ করে। তাই অতীত সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্য ঐতিহাসিকের হাতে আসে না। লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্য নির্ভর ইতিহাসেও অতএব সম্পূর্ণ অতীতকে কখনোই ধরতে পারে না।

৯.৫ উপসংহার

লেখ্যাগারে যেহেতু অতীতের কেবল কিছু তথ্য যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় সেগুলোকেই সংরক্ষিত করে রাখা হয় তাই অতীত কখনোই সম্পূর্ণভাবে নয় আংশিকভাবে ধরা পড়ে। আর যেহেতু

দলিল রচয়িতাদের ব্যাক্তিসত্ত্বার ছাপ দলিল রচনায় প্রতিফলিত হয় তাই অতীতের সংরক্ষিত তথ্যেও সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বের প্রভাব মুক্ত হয় না।

৯.৬ প্রশ্নাবলী

১. ইতিহাস কি অতীতের পুরোটাই পুনঃনির্মাণ করতে পারে?

২. নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা কেন সম্ভব নয়— এ বিষয়ে আপনার মত আলোচনা করুন।

৯.৭ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi. 2022 (reprint) West Bengal State Book Board.
A Textbook of Historiography. Sreedharan, E. 2004. Hyderabad. Orient Black Swan.
Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India, with Selected Documents 1858-1947.
Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press. 2019.
Historiography : A History of Historical Writing. Tej Ram Sharma. 2005. New Delhi. Concept Publishing Co.
A Global History of Historiography. Georg G. Lggers et.al. 2008. U.K. Routledge

একক-১০ : এনাল স্কুলের দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ ভূমিকা

১০.৩ ইতিহাস রচনায় এনাল গোষ্ঠীর অবদান

১০.৪ প্রাথমিক সুত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন

১০.৫ উপসংহার

১০.৬ প্রশ্নাবলী

১০.৭ গ্রন্থাবলী

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবেন—

- অতীত পুনঃনির্মাণে লেখ্যাগারের বাইরে তথ্য অনুসন্ধানে এনাল স্কুলের ঐতিহাসিকদের প্রচেষ্টার বিষয়ে
- এনাল স্কুলের ইতিহাস রচনা পদ্ধতির সঙ্গে

১০.২ ভূমিকা

এনাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা লেখ্যাগারের বাইরে ইতিহাস লেখার উপাদান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে সংরক্ষিত তথ্য সব সময় নানা কারণবশত নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই সেই তথ্যের উপর নির্ভর করে যে ইতিহাসের পুনঃনির্মাণ করা হয় তা কি করে নিরপেক্ষ হতে পারে? ঐতিহাসিক দলিল নথির সৃষ্টাদের মানসিকতা, অনুভতি ইত্যাদির প্রতিফলন কি নথি এবং দলিলে একেবারেই ঘটে না?

১০.৩ ইতিহাস রচনায় এনাল গোষ্ঠীর অবদান

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইতিহাস রচনায় বিরাট একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সূচনা হয় এনাল স্কুলের ঐতিহাসিকদের হাত ধরে। এর ফলে ইতিহাস অধ্যয়নের পরিধি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি বিস্তৃত।

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NSE-HI-01 (History)
Unit- 1-14 \ 3rd Proof \ (Dt. 11.02.2025)

অতীতের তথ্যের খোঁজে, ঘটনার বিশ্লেষণে এবং ইতিহাস রচনায় যোগ হয়েছে interdisciplinary পদ্ধতি। স্বল্পমেয়াদী ইতিহাস রচনার বদলে গুরুত্ব পেয়েছে দীর্ঘমেয়াদী ইতিহাস রচনা। রাজনীতি, কূটনীতি, রাজারাজড়া আর যুদ্ধের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ইতিহাস মানবসমাজ ও সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে অতীত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে। লিপ্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের ইতিহাস রচনায়।

১০.৪ প্রাথমিক সুত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন

আর এখানেই প্রকাশ পেয়েছে লেখ্যাগারে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা। সরকারী সংরক্ষিত তথ্যের বেশিরভাগ তথ্যই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মানুষজনের কীর্তিকলাপ এবং কার্যাবলীর বিবরণ, যুদ্ধ, রাজনীতি, কূটনীতি সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর বিষয়ে। তাই লেখ্যাগারাল থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক সুত্রের তথ্য দিয়েও কিন্তু "সামগ্রিক ইতিহাস" কখনোই রচনা করা যায় না। লেখ্যাগারের বাইরে থেকেও তাই ঐতিহাসিকদের সুত্র এবং তথ্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

সংরক্ষিত তথ্য নির্ভর বস্তুবাদী নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা পদ্ধতিকে এনাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

যেসব ঐতিহাসিকরা লেখ্যাগারে সংরক্ষিত নথি এবং ফাইল থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে অতীত পুনঃনির্মাণ করেন তাদের মানসিকতাকে এনাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা তুলনা করেলেন ছোট ছেলেদের ডাকটিকিট সংগ্রহের মানসিকতার সঙ্গে।

তারা ইতিহাস রচনায় এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে দেখালেন যে লেখ্যাগারের তথ্যের উপর নির্ভর করে বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা কখনোই সম্ভব নয় কারণ তথ্যের স্রষ্টা বা রচয়িতার ব্যাক্তিত্বের, মননের ও বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ চেতনে বা অবচেতনে তার সৃষ্ট বা রচিত তথ্যের উপর পড়তে বাধ্য। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে দলিল তাই বলে দলিলের স্রষ্টা তাকে দিয়ে যা বলাতে চান। সমসাময়িক ঘটনার সাক্ষ্যও সবসময় নিরপেক্ষ হয় না। এছাড়াও ঐতিহাসিকরা তাদের মতো করে তথ্য বাছাই করে নেন। সেক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্বের একটা সুযোগ থেকে যায়। তাই এই পদ্ধতিতে রচিত ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে হয়ে উঠে আত্মনিষ্ঠ। (সাবজেক্টিভ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইতিহাস রচনা করতে গেলে শুধু লেখ্যাগারে সংরক্ষিত প্রাথমিক সুত্র নয় অনুসন্ধান করতে হবে যত রকমের বিভিন্ন ধরণের উপলব্ধ সুত্রের। এবং সেই সব সুত্র থেকে আহরিত তথ্যের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা করা সমীচীন। আর এখানেই ঐতিহাসিক তার প্রশিক্ষিত দক্ষতার প্রয়োগ করেন।

১০.৬ উপসংহার

এনাল স্কুলের ঐতিহাসিকদের মতে যেহেতু দলিল রচয়িতাদের ব্যাক্তিসত্ত্বার ছাপ দলিল রচনায় প্রতিফলিত হয় তাই অতীতের সংরক্ষিত তথ্যেও সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বের প্রভাব মুক্ত হয় না। এবং ঐতিহাসিকের লেখাতেও তার নিজস্বতার ছাপ একেবারে মুছে ফেলা অসম্ভব। তাই অতীত পুনঃনির্মাণে কেবল লেখ্যাগার

থেকে প্রাপ্ত তথ্য নয় যত রকমভাবে যত ধরণের সুত্র থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব সব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ঐতিহাসিকের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত দক্ষতা দিয়ে পরীক্ষা করে তবেই তা ইতিহাস রচনায় ব্যাবহার করা উচিত।

১০.৭ প্রশ্নাবলী

১. ইতিহাস রচনায় এনাল স্কুলের অবদান আলোচনা করুন।

২. নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা কেন সম্ভব নয়— এ বিষয়ে এনাল স্কুল কি মনে করে?

১০.৮ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi. 2022 (reprint) West Bengal State Book Board.

A Textbook of Historiography. Sreedharan, E. 2004. Hyderabad. Orient Black Swan.

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India, with Selected Documents 1858-1947.

Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press. 2019.

Historiography : A History of Historical Writing. Tej Ram Sharma. 2005. New Delhi.Concept Publishing Co.

A Global History of Historiography. Georg G. Lggers et.al. 2008. U.K. RoutledgeCo.A Global History of Historiography. Georg G. Lggers et.al. 2008. U.K. Routledge

ব্লক-৬

উপনিবেশিক শাসকদের দলিল ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় কতোটা গ্রহণযোগ্য?

একক-১১ : ভারত ইতিহাস রচনায় উপনিবেশিক শাসকের দলিল ব্যাবহারের সীমাবদ্ধতা

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ ভূমিকা

১১.৩ ইতিহাস গবেষকদের সমস্যা

১১.৪ উপসংহার

১১.৫ প্রশ্নাবলী

১১.৬ গ্রন্থাবলী

১১.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য—

- শিক্ষার্থীদের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত নথি-দলিল ইত্যাদির পাঠ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিষয়ে সচেতন করে তোলা

১১.২ ভূমিকা

ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগারে উপনিবেশিক শাসকের সংরক্ষিত নথি এবং দলিল রচিত হয়েছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাই সেখানে ভারতীয়দের কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই এককের উদ্দেশ্য এইসব দলিলের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার কাজে নিয়োজিত যে সকল শিক্ষার্থীরা তাদের এ বিষয়ে সচেতন করে দেওয়া।

১১.৩ ইতিহাস গবেষকদের সমস্যা

উপনিবেশিক শাসনের সময় প্রশাসনিক সুবিধা এবং পরবর্তীতে শাসন সংক্রান্ত নীতি নির্দারণ ও শাসন সুদৃঢ় করবার জন্য সরকারি কাগজপত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই কোন তথ্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা নির্ণয় করার দায়িত্ব যেমন উপনিবেশিক সরকারের উপর ছিল তেমনি ভারতবর্ষ বা ভারতীয়দের সম্পর্কে লব্ধ তথ্যের বিশ্লেষণেরও দায়িত্বেও তারাই ছিল এবং কি ভাবে সে সব তথ্যকে লিখিত রূপ দিয়ে উপস্থাপিত করতে হবে ভবিষ্যতে ব্যাবহারের জন্য সেটাও ছিল উপনিবেশিক শাসকের নিয়ন্ত্রনাধীন। উপনিবেশিক শাসনকালের নথিপত্র তাই স্বাভাবিকভাবেই শাসকের দৃষ্টিভঙ্গিতেই সৃষ্ট। আর সেইজন্যই কেবল লেখ্যাগারে সংরক্ষিত দলিলের ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্বহীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা অসম্ভব।

এধরণের তথ্যে কোথাও ভারতীয়দের নিজস্ব কণ্ঠ শোনা যায় না। কোথাও নিজস্ব ভাষায় তাদের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েনি। এমনকি সরকারের সঙ্গে মামলার যেসব সংরক্ষিত আদালতের নথির বয়ান পাওয়া যায় সেখানেও ভারতীয়দের ভূমিকা সর্বদা বিবাদী বা অপরাধীর।

পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে ভারতকে, তার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা অসম্ভব। বোঝা অসম্ভব বহুমাত্রিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে, ভারতীয় মানসিকতাকে। এছাড়াও আছে ভাষার প্রতিবন্ধকতা। তাই ভারত ইতিহাস নিয়ে গবেষকদের কেবল লেখ্যাগারে সংরক্ষিত উপনিবেশিক আমলের তথ্যকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। প্রাথমিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত হলেও সমস্ত তথ্যকে নানাদিক থেকে পরীক্ষা করে তবেই গ্রহণ করা উচিত।

১১.৪ উপসংহার

উপনিবেশিক শাসকের তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ যে ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখার জন্য যথেষ্ট ও নির্ভরযোগ্য নয় এবং কেন নয় তা এই এককে আলোচিত হয়েছে।

১১.৫ প্রশ্নাবলী

১. বিদেশী শাসকদের সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নথি- দলিলের উপর নির্ভর করে কেন ভারতবর্ষের প্রকৃত নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

১১.৬ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi. 2022 (reprint) West Bengal State Book Board
A Textbook of Historiography. Sreedharan, E.2004. Hyderabad. Orient Black Swan.

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India, with Selected Documents 1858-1947.

Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press. 2019.

Historiography : A History of Historical Writing. Tej Ram Sharma. 2005. New Delhi. Concept Publishing Co.

A Global History of Historiography. Georg G. Lggers et.al. 2008. U.K. Routledge

একক-১২ : ভারত ইতিহাস গবেষণায় সমস্যার সমাধানের উপায়

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ ভূমিকা
১২.৩ বিকল্প ইতিহাসের সন্ধান
১২.৪ উপসংহার
১২.৫ প্রশ্নাবলী
১২.৬ গ্রন্থাবলী

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য—

- পূর্ববর্তী এককে যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা সমাধানের কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

১২.২ ভূমিকা

ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা কেবলমাত্র উপনিবেশিক শাসকের রচিত দলিলের তথ্যের উপর নির্ভর করে সম্ভব নয় তাই এ বিষয়ে আরো অনান্য সমস্ত সুত্র বিশেষ করে আঞ্চলিক ইতিহাস সন্ধান করে সেসব সুত্রের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১২.৩ বিকল্প ইতিহাসের সন্ধান

প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রাচ্য সম্পর্কে সৃষ্ট জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই ইতিহাস গবেষণায় "বিকল্প জ্ঞানে"র অনুসন্ধান জরুরী। কেবল লেখ্যাগারের প্রাথমিক সুত্র নয়, গুরুত্ব দিতে হবে আঞ্চলিক ইতিহাসকে যা সরকারি নথিতে সংরক্ষিত নেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা স্থানে। আঞ্চলিক গল্পকথায়, প্রচলিত গানে, ছড়ায়, ছবিতে, লোকগাথায়, প্রবীণদের গল্পে, তাদেরও বাপ ঠাকুরদারের কাছে শোনা গল্পে, বংশপরম্পরায় বয়ে আসা কাহিনীতে। এছাড়াও লেখ্যাগারের বাইরে অতীতের সন্ধান মেলে এমন আরো অনেক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুত্র লিখিত বা অলিখিত, ব্যাক্তিগত, পারিবারিক বা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানের, বিভিন্ন

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NSE-HI-01 (History)
Unit- 1-14 \ 3rd Proof \ (Dt. 11.02.2025)

সংগঠনের সংগ্রহ থেকে পাওয়া যায় যেগুলোকে নির্ভর করে ইতিহাস পুনঃনির্মাণ অবশ্যই করা যায়। এক্ষেত্রে এনাল স্কুলের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য।

লেখ্যাগারের তথ্য প্রাথমিক সূত্র হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একথা অস্বীকার করা যায় না ঠিকই কিন্তু তার বাইরে থেকে প্রাপ্ত সুত্রগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন ঐতিহাসিককে তাই বিভিন্ন সুত্র থেকে যতো রকমের তথ্য পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে, ঝাড়াই বাছাই করে, তাদের তুলনামূলক গুরুত্ব বিচার করে, অনান্য সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যর সঙ্গে তুলনা করে তাদের সত্যতা বিচার করে, তাদের বিশ্লেষণ করে তবেই তাদের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করেন।

১২.৪ উপসংহার

নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। এই ধরণের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব একমাত্র সেইসব পেশাদার ঐতিহাসিক বা গবেষকদের যারা সচেতন ভাবে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা অবলম্বন করে সমস্ত ধরণের প্রাপ্ত সুত্রসমূহকে যুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ- বর্জন করার দক্ষতা অর্জন করেছেন।

সীমাবদ্ধতা সত্বেও ইতিহাস রচনায় লেখ্যাগারের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সীমাবদ্ধতা দূর করা যায় যদি ইতিহাসে পারদর্শী মানুষরা সংরক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হয়ে লেখ্যাগারের কাজে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

১২.৫ প্রশ্নাবলী

১. বিকল্প ইতিহাসের সন্ধান কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২. ইতিহাস রচনার আদর্শ পদ্ধতি— এ বিষয়ে আপনার মতামত দিয়ে একটি আলোচনা করুন।

১২.৬ গ্রন্থাবলী

Itihaas O Aitihasik. Amales Tripathi. 2022 (reprint) West Bengal State Book Board.

A Textbook of Historiography. Sreedharan, E. 2004. Hyderabad. Orient Black Swan.

Archiving The British Raj History of the Archival Policy of The Government of India, with Selected Documents 1858-1947.

Bhattacharya Sabysachi. New Delhi, Oxford University Press. 2019.

Historiography : A History of Historical Writing. Tej Ram Sharma. 2005. New Delhi. Concept Publishing Co.

A Global History of Historiography. Georg G.Lggers et.al. 2008. U.K. Routledge.

ব্লক-৭

লেখ্যাগার বা আর্কাইভ এবং আর্কাইভিস্ট বা লেখ্যাগারের সংরক্ষক

একক-১৩ : লেখ্যাগারে কাজ করবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা কি?

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ ভূমিকা

১৩.৩ লেখ্যাগারের সংরক্ষকের কাজের ধরণ

১৩.৪ লেখ্যাগারের সংরক্ষক/তত্ত্বাবধায়ক পদে কাজ করবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

১৩.৫ এ বিষয়ে কোথায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

১৩.৬ উপসংহার

১৩.৭ প্রশ্নাবলী

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য—

- লেখ্যাগারের সংরক্ষকের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া।
- কাজের ধরণ, পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে একটা ধারণা দেওয়া।
- কোন কোন জায়গায় এই কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে দেওয়া।
- যাতে করে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এইসব শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

১৩.২ ভূমিকা

সহজ ভাবে বলা যায় লেখ্যাগার বা লেখ্যাগার হল গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ, দলিল, নথিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষিত রাখবার একটি ভান্ডার। এই সংরক্ষিত ভান্ডারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের তত্ত্বাবধানে যারা নিযুক্ত থাকেন সাধারণত তাদেরকে বলা হয় আর্কাইভিস্ট। এই এককে প্রাধাণতঃ

আর্কাইভিস্টদের কাজকর্মের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও এই এককে আলোচিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় যেমন আর্কাইভিস্ট হতে গেলে কতটা শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে, কোথায় এবিষয়ে থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করা যায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ যাতে শিক্ষার্থীরা, ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজ করতে উৎসাহী হয়ে উঠেন।

১৩.৩ লেখ্যাগারের সংরক্ষকের কাজের ধরণ

আর্কাইভিস্ট বা লেখ্যাগারের নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বে যারা থাকেন তারা কিন্তু তথ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। এদের বিশেষ ভাবে পারদর্শী হতে হয় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, আইনী, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ ও বাছাই করে সংরক্ষণ ও তাদের শ্রেণী অনুসারে বিভাজন করে সাজিয়ে রাখার কাজে, যাতে করে দরকার পড়লে সহজেই তারা পাঠকদের চাহিদা মতো সঠিক নথি বার করে দিতে পারেন। তাই নথির গুরুত্ব মূল্যায়নে লেখ্যাগারের কর্মীদের দক্ষতা অর্জন করাটা খুবই জরুরী।

যারা লেখ্যাগারের কাজ করতে আগ্রহী তাদের কিন্তু বিশেষ করে শিখতে হবে পুরাতন নথিপত্র যার মধ্যে আছে কাগজের উপর ছাপানো লেখা, হাতে লেখা, পান্ডুলিপি, তালপাতার পুঁথি, ছবি, (হাতে আঁকা এবং ফোটোগ্রাফ) মানচিত্র, ওয়েব সাইট, ফিল্ম, ভিডিও, অডিও রেকর্ডিং, কমপিউটর ডেটা ইত্যাদির সংরক্ষণ পদ্ধতি, মাইক্রোফিল্মিং, রেপ্রোগ্রাফী, তথ্যের শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতি ও শ্রেণী অনুসারে তাদের সাজিয়ে রাখার পদ্ধতি (ক্যাটালগিং) এবং প্রয়োজন মতো পাঠককে সংরক্ষিত তথ্যের সঠিক হদিশ দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের যথাযথ যত্ন নিয়ে সংরক্ষণ করা যাতে কোনভাবে নষ্ট না হয় বা হারিয়ে না যায়, এ ব্যাপারে নজর রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে কর্মীদের সর্বদা সতর্ক হয়ে কাজ করতে শিখতে হয়।

১৩.৪ লেখ্যাগারের সংরক্ষক তত্ত্বাবধায়ক পদে কাজ করবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

সরকারী এবং বেসরকারী দুই বিভাগেই এই পদে চাকরির সুযোগ আছে। সরকারী ও বেসরকারী, বহুজাতিক সংস্থা, মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যে কোন ধরণের সংগ্রহশালার তথ্যভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্কাইভিস্টের প্রয়োজন।

ইতিহাস, হিউম্যানিটিস, লাইব্রেরী-ইনফর্মেশন সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে আর্কাইভিস্ট হবার কোর্স করতে অবশ্যই বিশেষ সুবিধা হয় কিন্তু যে কোন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যাক্তিও আর্কাইভিস্ট হতে পারেন, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে লেখ্যাগার সংক্রান্ত কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। বারো ক্লাস পাশ করেও এ বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স করবার সুযোগ আছে।

১৩.৫ এ বিষয়ে কোথায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্কাইভ বা লেখ্যাগার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কোর্স করানো হয়। কয়েকটি সংস্থা অন লাইনেও এই কোর্স করিয়ে থাকে। কোর্সগুলি নানা স্তরে বিভক্ত। সার্টিফিকেট কোর্সের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এছাড়াও আছে ডিপ্লোমা এবং পি জি ডিপ্লোমা কোর্স।

নতুন দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় জাতীয় লেখ্যাগার বা মহফেজখানা বা সোজা কথায় ইন্ডিয়ান ন্যাশান্যাল লেখ্যাগার সংরক্ষণ বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী কোর্স পরিচালনা করে। তার মধ্যে সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও আছে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স, যার পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলি হল, লেখ্যাগার ও রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট, রেপ্রোগ্রাফী, কেয়ার এ্যান্ড কনসার্ভেশন অফ বুকস এ্যান্ড ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইত্যাদি।

১৩.৬ উপসংহার

আর্কাইভিস্ট হতে গেলে পেশাদারী প্রশিক্ষণ দরকার। তবে সঠিক দক্ষতা অর্জন করতে পারলে এ পেশায় কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। কাজের ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত এবং আকর্ষনীয়। যে সব শিক্ষার্থীরা একটু ব্যাতিক্রমী এবং চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসতে চান তারা লেখ্যাগার সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে পারেন ন্যাশানাল লেখ্যাগার অফ ইন্ডিয়া দ্বারা পরিচালিত প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে।

১৩.৭ প্রশ্নাবলী

১. আর্কাইভিস্ট হতে গেলে কি শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে?

২. একজন আর্কাইভিস্টকে কি ধরণের কাজ করতে হয়?

৩. একজন আর্কাইভিস্টের সম্ভাব্য চাকরির জায়গা কোথায় হতে পারে?

১৩.৮ গ্রন্থাবলী

1. National Archives Official Website-
http://nationalarchives.nic.invc
2. Alison's.com-
https://www.alison.com

একক-১৪ : পাবলিক রেকর্ডস নিয়মাবলী সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ ভূমিকা

১৪.৩ পাবলিক রেকর্ডস এ্যাক্ট ১৯৯৩

১৪.৪ ১৯৯৭ সালে ভারত সরকার দ্বারা জারি করা নিয়মাবলী

১৪.৫ উপসংহার

১৪.৬ প্রশ্নাবলী

১৪.৭ গ্রন্থাবলী

১৪.১. উদ্দেশ্য

এই এককে আলোচনা করা হয়েছে—

- এই সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী পালনে লেখ্যাগারের ভূমিকা
- পাবলিক রেকর্ডস সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী
- এই আইন বা নিয়ম ভাঙ্গা কি ধরণের শাস্তিযোগ্য অপরাধ?

১৪.২ ভূমিকা

পাবলিক রেকর্ডস হল মূলতঃ সরকার দ্বারা সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত তথ্য বা নথি, যাদের মনে করা হয় গুরুত্বপূর্ণ অথবা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে অথচ যা গোপনীয় নয় এবং সর্বসাধারণের ব্যাবহারের জন্য উন্মুক্ত। ভারতের পাবলিক রেকর্ড ডাটাবেসের সমস্ত তথ্য বা ডাটা সরবরাহ করে হয় আদালত নয় তো সরকারী সংস্থাগুলো।

পাবলিক রেকর্ডস খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং নথি যেগুলো সরকারী কর্মচারীরা প্রশাসনিক কাজকর্মের দিকনির্দেশিকা হিসাবে বিবেচনা করেন। এর উপর ভিত্তি করে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

লেখ্যাগারগুলো, বিশেষত সরকারী লেখ্যাগারগুলোর দায়িত্বে এই পাবলিক রেকর্ডস বা ডাটা বা তথ্য সমুহ সংরক্ষিত করে রাখা থাকে। লেখ্যাগারে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক পাবলিক রেকর্ডসের ব্যাবহারের

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NSE-HI-01 (History)
Unit- 1-14 \ 3rd Proof \ (Dt. 11.02.2025)

সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল হওয়াটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এই এককে তাই এই বিষয়ে ভারতীয় আইন কি বলে সে বিষয়ে একটা আলোচনা করা হয়েছে।

১৪.৩ পাবলিক রেকর্ডস এ্যাক্ট ১৯৯৩

ভারতীয় পার্লামেন্ট দ্বারা ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ এ, এই আইনটি প্রণীত হয়। এবং ১লা মার্চ ১৯৯৫ থেকে এই আইনের কার্যকারিতা শুরু হয়। পাবলিক রেকর্ডস আইন যে উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল, সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সরকার এবং সরকারী এজেন্সীগুলো (কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকার, সরকারী কমিটিগুলো, বিভিন্ন কর্পোরেশন, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংগুলো ও সংবিদ্ধিবদ্ধ সংস্থা, মন্ত্রীসভা, সরকারী বিভাগ ইত্যাদি) দ্বারা সংগ্রহীত তথ্য, ডাটা বা নথীপত্রের সংরক্ষণ, ব্যাবস্থাপনা ও ব্যাবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর রূপরেখা তৈরি করা যাতে করে সারা দেশ জুড়ে যারা এই কাজে যুক্ত তাদের কাজ ও কাজের পদ্ধতিতে একটা সামঞ্জস্য আনা যায়। রেকর্ড তৈরি করে যে সমস্ত এজেন্সীগুলো তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যনির্বাহ করতে পারে, এই আইন তৈরি করা হয়েছে তাদের আইনী নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য।

দ্বিতীয়ত, সারা দেশ জুড়ে এই কার্যক্ষেত্রে যাতে সমতা বজায় থাকে এবং পাবলিক রেকর্ডসের সংরক্ষণ, ব্যাবস্থাপনা ও ব্যাবহার বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য একটি লেখ্যাগারাল এ্যডভাইসারি বোর্ড বা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল।

এই আইন মতে ভারতের বৈধ নাগরিকদের গবেষণার জন্য তিরিশ বছরের বা তার বেশি পুরানো আনক্লাসিফায়েড পাবলিক রেকর্ড দেখার ন্যায্য অধিকার আছে।

এই ১৯৯৩ সালের আইন অনুযায়ী যে সব কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলো হল—

* ভারত সরকারের অনুমতি ভিন্ন কোন পাবলিক রেকর্ড বা তথ্যকে দেশের বাইরে পাচার করা।
* পাবলিক রেকর্ডের তথ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যাতীত স্থানান্তরিত করা বা করার প্রচেষ্টা করা।
* কোন ভাবে সেসবের ক্ষতি করা বা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা, অথবা নষ্ট করা, চুরি করা ইত্যাদি।
* একমাত্র যদি ১৯৮২ সালের (বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে) আগের কোন রেকর্ড যেগুলো কোন কারণবশতঃ নষ্ট হয়ে গেছে বা ব্যাবহারের অযোগ্য তাহলেই সেইগুলোকেই বাতিল করা যাবে তাও লেখ্যাগার প্রধান যদি অনুমোদন করেন তবেই।

এছাড়া জাতীয় সুরক্ষার পরিপন্থী বা দেশের আভ্যন্তরীন শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এই সংক্রান্ত ক্লাসিফায়েড কোন তথ্য বা রেকর্ড সরকারী দফতর থেকে আর্কাইভে স্থানান্তরিত করা যাবে না। এই ধরণের সমস্ত তথ্য কিন্তু থাকবে সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে।

১৪.৪ ১৯৯৭ সালে ভারত সরকার দ্বারা জারি করা নিয়মাবলী

১৯৯৩ এর আইন ছাড়াও ভারত সরকারের তরফ থেকে ১৯৯৭ সালে পাবলিক রেকর্ডস রুলস এই শিরোনামে একটি নিয়মাবলীর সংকলন প্রকাশ করা হয়। এই নিয়ম নির্দেশিকা আসলে ১৯৯৩ এর আইনের ব্যাখ্যা সহায়িকা।

১৯৯৭ এর নিয়মাবলী আরও একবার বিশদে ব্যাখ্যা করে দেয় ভারতের পাবলিক রেকর্ডসের সংরক্ষণ, ব্যাবস্থাপনা এবং ব্যাবহার কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এখানে পাঠক ও গবেষক যারা লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্য নথি ইত্যাদির ব্যাবহার করেন, তাদের জন্য কিছু শর্ত ১৯৯৭ এর রুলস এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

যারা রেকর্ডস দেখবেন তারা সেখানে কোনরকম দাগ দেওয়া বা আঁকিবুকি কাটা করতে পারবেন না। অর্থাৎ কোন রেকর্ড যেন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট না হয় এ বিষয়ে কড়া সরকারী নজরদারী জারি করা হল—

* কাটা, ছেঁড়া, মোছামুছি করা যাবে না

* বিণা অনুমতিতে কোন রেকর্ড স্থানান্তরিত করা যাবে না

* যেস্থানে পাবলিক রেকর্ডস সংরক্ষিত থাকে বা যে স্থানে বসে সে সব দেখা হয় সেখানে কোন খাদ্যবস্তু বা পানীয় আনা চলবে না

* ফোটোকপি করা নিষিদ্ধ

* নীরবতা বজায় রাখতে হবে

* আশেপাশের লোকজনকে বিরক্ত করা চলবে না

১৪.৫ উপসংহার

গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভান্ডার আর্কাইভগুলো বা লেখ্যাগারগুলো। যারা লেখ্যাগারগুলোর তত্ত্বাবধান করেন তাদের বলা হয় আর্কাইভিস্ট। আর্কাইভিস্ট হতে গেলে কিন্ত পেশাদারী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর একবার এবিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারলে কর্মজগতে প্রবেশের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে। এছাড়াও যে সব শিক্ষার্থীরা গবেষক বা শিক্ষক হতে চান তারা এই গ্রন্থটি পড়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন লেখ্যাগার সম্পর্কে। শিখবেন লেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্য নথিপত্রের সঠিক ব্যাবহার পদ্ধতি।

১৪.৬ প্রশ্নাবলী

১. কি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৩ সালের পাবলিক রেকর্ডস এ্যক্টটির সৃষ্টি হয়েছিল?

২. পাবলিক রেকর্ডস এ্যক্টটির (১৯৯৩) বৈশিষ্টগুলি আলোচনা করুন।

৩. পাবলিক রেকর্ডস রুল (১৯৯৭)-এ বিষয় সম্পর্কে যা জানেন তা সবিস্তারে আলোচনা করুন।

১৪.৭ গ্রন্থাবলী

1. National Archives Official Website-
   http://nationalarchives.nic.invc
2. Public Records Rule 1997, in The Gazette of India, part II– sec. 3 sub-section (i) New Delhi, January 18th 1997.

NOTE

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

NOTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NSE-HI-01 (History)
Unit- 1-14 \ 3rd Proof \ (Dt. 11.02.2025)

NOTE

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....